বর্ষা-মঙ্গল

গান

১। বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন

২। আবার এসেছে আষাঢ়

৩। বাদল মেঘে মাদল বাজে

৪। আজু মোরণ বোলে

৫। ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের
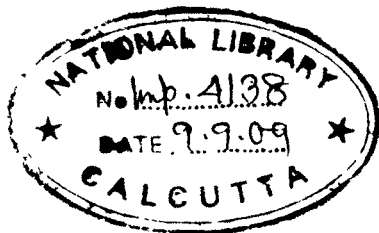
আবৃত্তি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। তিমির অবগুণ্ঠনে

৭। ঝর ঝর বরিষে

৮। গানের সুরের আসনখানি

৯। আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা

আবৃত্তি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০। এ ভরা বাদর

১১। দুঃখের বরষায়

১২। হারে রে রে রে রে

১৩। আমার দিন ফুরাল

আবৃত্তি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪। শ্রাবণের ধারার মত

১৫। উতল ধারা বাদল

১৬। আজ বারি ঝরে ঝর ঝর

১৭। এই শ্রাবণের বুকের ভিতর

১

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে ॥
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করা শঙ্করী নাচে।
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।
পবন মল্লার-গীত গাহিছে আঁধার রাতে ;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা ॥

২

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি

পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি',
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
"এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ,
"এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে॥

৩

বাদল মেঘে মাদল বাজে
গুরু গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপ্‌নি ভোলে।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে,—
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে
গানে গানে।

৪

আজু মোরণ বন বোলেঁ।
আইলি শাঙন মন ভমন গমন কর কুঞ্জন
এ ব্রজমোহন তুম সন হম হিলি মিলি কর
রমক রমক ঝোলেঁ।
চলত পবন সনন সননন ননন্‌ন
বৃথপল্লব সব দোলেঁ।
ভমর গুঞ্জে ভনন ভননন নননন
বিবিধ কুসুম অতি ফুলেঁ।

৫

ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি
অশ্রুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে আজি।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।

ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারি গানে
সেই আঁখি তার মনে আনে
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

৬

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্ব্বরী মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি' ঝরিছে জলধারা,
তমালবন মর্ম্মরি' পবন চলে হাঁকি।
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
যে-কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
জানিনা কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।
রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে,
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে!
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি,
কে তুমি মম অঙ্গনে, দাঁড়ালে একাকী॥

৭

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে
রজনী আঁধারা॥

অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির দুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চলা চপলা চমকে নাহি শশিতারা ॥

৮

গানের সুরের আসনখানি
পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে
বস্‌বে বারে বারে।
ঐ যে তোমায় ভোরের পাখী
নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ-আলোর খেয়ায় যখন
এস ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে
দাঁড়াও আমার দ্বারে।
আজ সকালে মেঘের ছায়া
লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভরেছে ঐ গগনের
নীল নয়নের কোনে।
আজকে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে,

অম্‌নি চলে যেয়োনাকো
গোপন সঞ্চারে।
দাঁড়িয়ো আমার মেঘলা গানের
বাদল অন্ধকারে।

৯

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এসহে গোপনে,
আমার স্বপন লোকে দিশাহারা।
ওগো অন্ধকারের অন্তর ধন
দাও ঢেকে মোর পরাণ মন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা।
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়োগো, নিয়োগো,
আমার ঘুম নিয়োগো হরণ করে।
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে,
দিয়োগো, দিয়োগো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া।

১০

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুন,
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত,
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া!
তিমির দিক ভরি, ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরীক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

১১

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌ল

বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌ল।

মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কি আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিট্‌ল সে পরশের
তিয়াষা।

এতদিনে জান্‌লেম
যে কাঁদন কাঁদ্‌লেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য॥

১২

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে ॥
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে ॥
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে ॥
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে !
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে ।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে ॥

১৩

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জল ছলছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ঐ গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্ বাজে॥

কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা,
গোপন মিলন অমৃতগন্ধ ঢালা;
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥

১৪

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে।
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে॥

যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে॥

১৫

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে॥
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে॥
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে॥
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে॥

১৬

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর,
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে॥
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে।
আজি মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে!
অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয়-মাঝে জাগ্‌ল পাগল
আজি ভাদরে!
আজ এমন করে' কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে॥

১৭

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে
আমার চোখের পরে নাচে।
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখ
তালবনের ঐ গাছে গাছে।
বাদল হাওয়ায় পাগল হল
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে॥

কান্তিক প্রেস

২২, স্থকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত